JAN. 18 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ২ ...

পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রতিমন্ত্রী

বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী বহিষ্কার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন গতকাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও বাংলাবাজারে বইয়ের দোকান আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি জগন্নাথ কলেজের মাস্টার্স প্রথম পর্বের এক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বাংলা বাজারে অবৈধ নোট ও গাইড বই বিক্রি বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

গতকাল জগন্নাথ কলেজে আকস্মিক পরিদর্শনে গেলে প্রতিমন্ত্রী মাস্টার্স প্রথম পর্বের (ইংরেজি- রোমান্টিক যুগ) এক পরীক্ষার্থীকে এক রুমে পরীক্ষা দিতে দেখেন। রুমে কোন পরিদর্শকও ছিলেন না। পরে প্রতিমন্ত্রী পরীক্ষার্থী গোলাম ফারুককে বহিষ্কার করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। জানা গেছে, ওই

পরীক্ষা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

ময়মনসিংহ ঃ ফলোআপ

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

সৃষ্টি করেছে যে, আসলে ১৪ তারিখ না ১৫ তারিখের সংবাদটি সঠিক। এছাড়া তথ্য অধিদপ্তরের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এসব রহস্যের উন্মোচন ও সৃষ্ট বিভ্রান্তির অবসান দাবি করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তারা বলেন, মামলায় যাতে কাউকে হয়রানি করা না হয়। তারা গ্রেফতারকৃতদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান খান, সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন কালাম, অধ্যক্ষ রিয়াজুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট এ.এইচ.এম খালেকুজ্জামান, অ্যাডভোকেট এ.কে.এম মঞ্জুরুল হক, অনিলবন্ধু দাস, ভানুতহ, মোয়াজ্জেম হোসেন বাবুল, কাজী রানা, অ্যাডভোকেট শিব্বির আহমেদ লিটন, অধ্যাপক মো. মফিজুন নুর খোকা প্রমুখ।